গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

দলের সদস্যদের সংস্কৃতি ও চরিত্র গঠনের সংগ্রামের মধ্যেই আমাদের দলের প্রকৃত শক্তি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিহিত

নীহার মুখার্জী

সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই

২৪ এপ্রিল ২০০৩, এস ইউ সি আই দলের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতি বছর এই দিনটিকে সামনে রেখে, আমাদের প্রিয়তম নেতা, শিক্ষক, দলের প্রতিষ্ঠাতা ও এ যুগের অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ও তার ভিত্তিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি আমরা নিই। এ-বছর ২৪ এপ্রিলও এই একই কর্মসূচি আমরা নিয়েছি।

এই দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি আমাদের দলের কতকগুলি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি সকল লেনিনবাদী দলেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আমাদের দল এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড ঘোষ লেনিনবাদী দলের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও বিকশিত করে এক নতুন ও উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী চেতনা, অন্ধতা ও যান্ত্রিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণ সংহতির মানসিকতা গড়ে তোলা ও বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করার দায়িত্ব পালনে দলের নেতা ও কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কমরেড ঘোষের সর্বব্যাপক সংগ্রাম, ১৯৪৮ সালে তাঁর পার্টি গঠনের সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শুধু রাশিয়াতেই নয়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রেসির প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই লেনিন বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন ও তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। লেনিনের যোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষও একদিকে সি পি আই-এর সোস্যাল ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে ও অন্যদিকে তৎকালীন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে গুরুতর সীমাবদ্ধতার হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামের ধারাতেই আমাদের দল প্রতিষ্ঠা ও তাকে শক্তিশালী করেন। ভারতবর্ষের বিপ্লবকে সংগঠিত করা ও তার হাতিয়ার হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক শিক্ষাগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন ও আত্মস্থ করেন। এই কারণেই সমসাময়িক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও গুরুতর দুর্বলতার দিকগুলি তাঁর নজর এড়ায়নি। এই সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টিগঠনের লেনিনীয় মডেলকে অনুসরণ করে ও তাকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে আমাদের দল গড়ে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তদানীন্তন বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে পার্টি সংক্রান্ত লেনিনীয় ধারণাকে নিরবচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে তিনি তাকে আরও সম্প্রসারিত ও বিকশিত করেন। এইভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জীবনের নতুন নতুন জটিলতা এবং তীব্রতর শ্রেণী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের যোগ্য শিষ্য হিসাবে তিনি পার্টি সংক্রান্ত লেনিনীয় উপলব্ধিকে আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দেন।

এই পটভূমিতে অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে আদর্শগত দিক থেকে যে ইস্যুগুলি মুখ্য হিসাবে সামনে এসেছিল, সেগুলি ঠিকমতো উপলব্ধি করার মধ্য দিয়েই আমাদের দল এস ইউ সি আই, গড়ে ওঠে। সেই ইস্যুগুলি কী?

প্রথমত, যদিও এটা ঘটনা যে, রুশ ও চীন বিপ্লবে, সামন্তী নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রগতিশীল একটা ভূমিকা পালন করেছিল এবং কখনো কখনো

সাতের পাতায় দেখুন

“আমরা পেপসি-কোকাকোলা খাবনা”

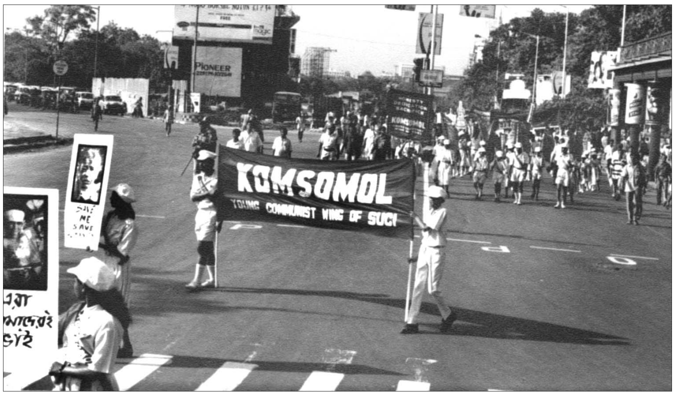
KOMSOMOL
YOUNG COMMUNIST WING OF SUCI

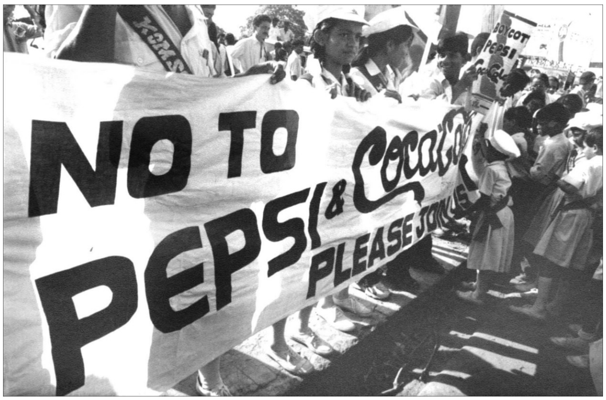

এস ইউ সি আই-এর কিশোর সংগঠন ‘কমসোমল’-এর উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল শিশু ও কিশোরদের একটি মিছিল ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে রওনা হয়ে মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। (ডানদিকে) পেপসি-কোকাকোলা বয়কট করার আহ্বান জানানো ব্যানারে শত শত কিশোর ও শিশুরা স্বাক্ষর করে।

ওরা মানবসভ্যতার দুশমন

মার্কিন দখলদারির সঙ্গে সঙ্গে ইরাক জুড়ে শুরু হয়ে গেছে চূড়ান্ত নৈরাজ্য। লুঠ হয়ে গেছে ইরাকের প্রশাসনিক দপ্তর, দোকান-পাট এমনকি হাসপাতাল পর্যন্ত ; একই সঙ্গে লুঠ হয়ে গেছে ইরাকের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত মানবসভ্যতার ইতিহাসের অমূল্য সব সম্পদ। এই সংগ্রহালয়ে রক্ষিত ব্যাবিলনীয়, সুমেরীয় ও আসিরীয় সভ্যতার এক লক্ষ সত্তর হাজার নিদর্শনের মধ্যে অনেকগুলিই পৃথিবীর আর কোনও সংগ্রহশালায় নেই। পৃথিবীবিখ্যাত এই সংগ্রহালয় থেকে লুঠেরারা লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ৮০ হাজার কিউনিফর্ম লিপি, ৫০০০ বছর আগেকার সুমেরীয় সম্রাট এন্টেমেনার একটি মূর্তি, ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের একটি ব্যাবিলনীয় স্তম্ভ, ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের একটি আসিরীয় প্রস্তরমূর্তি এবং হামুরাবি রচিত মানব-ইতিহাসের প্রাচীনতম আইন-কানুন সম্বলিত লিপির মতো মানবসভ্যতার মহামূল্যবান নিদর্শনগুলি। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ধবংস বা লুণ্ঠিত হওয়ার জন্য ইরাক দেশটি তো চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলই, পাশাপাশি এগুলি যেহেতু ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের অস্তিত্বের এক একটি প্রমাণ বিশেষ, তাই এদের ধবংসসাধন ইতিহাসের বিকৃতিসাধনের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকে আরও সহজ করে দেয়। ফলে এই প্রত্নবস্তুগুলি লুঠ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বের সত্যান্বেষী, ঐতিহ্যপ্রিয় সমস্ত মানুষ আজ গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন।

ইরাকি জাতীয় সংগ্রহশালাটি লুণ্ঠিত হওয়ার খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে থেকে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রতি প্রবল ধিক্কার ওঠে। প্রাথমিকভাবে এই লুঠপাটের জন্য স্থানীয় ইরাকিদের দায়ী করা হলেও, ঘটনা ঘটার এক সপ্তাহের মধ্যে লুঠ হয়ে যাওয়া পুরাতাত্ত্বিক

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর অবস্থা সঙ্কটজনক

আমরা গত সংখ্যাতেই জানিয়েছিলাম, এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী সংকটজনক অবস্থায় ‘সুরক্ষা’ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর অবস্থার আরও খানিকটা অবনতি ঘটেছে।

মুম্বইয়ে ভগৎ সিং দিবস পালন

সারা ভারত ডি ওয়াই ও-র মুম্বই থানে ইউনিটের উদ্যোগে ২৩ মার্চ ভগৎ সিং-রাজগুরু-শুকদেব শহীদ দিবসকে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ২৪ মার্চের সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিচারপতি এস এম দাউদ, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডঃ আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, একতা সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য সমিতির ডঃ রামপুণ্যানী এবং এস ইউ সি আই-এর মুম্বই থানে ইউনিটের সংগঠক এ কে ত্যাগী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ঝোপড়ি বাঁচাও পরিষদের সংগঠক রামভাউ গজাকোশ।

বিচারপতি দাউদ বলেন, আমেরিকা নিজস্ব অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচার জন্য এবং মধ্য এশিয়ার তৈল সম্পদ দখল করার জন্যই ইরাকের উপর হামলা করছে। ভবিষ্যতে ভারতসহ অন্যান্য দেশেরও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ডঃ রামপুণ্যানী বলেন, বিজেপি সহ অন্যান্য সরকারি দলগুলি জনজীবনের সমস্যা সমাধানে অক্ষম হয়ে জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করছে।

ডঃ আসগর আলী ইঞ্জিনীয়ার বলেন, কয়েকটি রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলই সে কথা বলছে। মন্দির-মসজিদ নয়, জনগণ চায় অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান।

এ কে ত্যাগী বলেন, ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব, আসফাকউল্লা, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবীদেরকে আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে গণআন্দোলনের উপযোগী মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

সভার সভাপতি রামভাউ গজাকোশ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অসংগঠিত নির্মাণ শ্রমিক কনভেনশন

কলকাতার খিদিরপুর-মোমিনপুর অঞ্চলের বাড়ি তৈরির কাজে নিযুক্ত অসংগঠিত নির্মাণ শ্রমিকদের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হোল। স্থানীয় মাদ্রাসা স্কুলে ১৩ এপ্রিল। সকাল ৯টা থেকে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিরা নির্মাণ শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বীমা, ই-এস-আই স্কীম চালু করা, কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করা এবং কর্মীদের ওপর অযথা পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কনভেনশনের প্রকাশ্য সভা সন্ধ্যা ৬টায় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক কলেজের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন জাহেদ আখতার, স্বপন জানা, কুমার চৌধুরী ও শের আলী। বক্তারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ন্যায্য মজুরি এবং জীবনের নিরাপত্তার দাবি তোলা হয়। হাসপাতাল, পরিবহন, শিক্ষায় ব্যাপক ফি ও চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলনে সামিল হবার আহবান জানান বক্তারা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জে. পি. এ-র বিশিষ্ট নেতা মুরশেদ আলী। উক্ত কনভেনশনে জাহেদ আখতারকে সভাপতি ও সের আলীকে সম্পাদক করে ২১ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

মণিরতটে এম এস এস-এর সম্মেলন

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির মণিরতটে মা-বোনেদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৬ মার্চ। শতাধিক মহিলা উৎসাহের সঙ্গে এই সম্মেলনে যোগ দেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমরেড পূর্ণিমা হালদার। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ, সি পি এমের খুন-সন্ত্রাস সহ নারী জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্বলিত মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড আলেয়া মোল্লা। সমর্থন করেন কমরেড নূরজাহান সেখ। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড মাধবী প্রামাণিক এবং সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, শুধু মহিলাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে নয়, সি পি এমের খুন-সন্ত্রাসকে রুখতে মা-বোনেদের সাহসের সাথে এগিয়ে আসতে হবে এবং সংগঠনকে নিজ সন্তানের মত করে সমস্ত প্রকার ঝুঁকি নিয়ে বাঁচাতে হবে। সাথে সাথে গণআন্দোলনকে তীব্রতর করতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। তখনই একমাত্র নারীজীবনের সার্বিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

এরপর ইরাকের উপর যুদ্ধবাজ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের প্রতিবাদে তীব্র ভাষায় নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয়। পরিশেষে কমরেড নূরজাহান সেখকে সম্পাদিকা করে ৪১ জনের এক শক্তিশালী কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

ঘাটাল মহকুমা শাসক অফিসে বিক্ষোভ

দেনার দায়ে আত্মহত্যাকারী আলুচাষি শিবহরি চৌধুরীর পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও ন্যায্যদামে আলু কেনার দাবিতে ২৯ মার্চ এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা শাসকের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড অঞ্জন জানা।

নদীয়ায় পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী ৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন —

“গতকাল রাত ২-৩০টায় নদীয়া জেলার ধাওয়াপাড়া গ্রামে তেহট্ট থানার ও.সি-র নেতৃত্বে একদল পুলিশ অতর্কিতে হানা দিয়ে কোন ওয়ারেণ্ট ছাড়াই রাইনুল সেখ ও লুৎফর রহমান সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং মহিলাদের উপর অত্যাচার করে। আমিনা বিবি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে শাসকদল সি পি এম পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য জেলার মত এই জেলাতেও সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আমরা অবিলম্বে এই সন্ত্রাস বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে আহবান জানাচ্ছি।”

শিলিগুড়িতে লোডশেডিং-এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় শিলিগুড়িতে প্রায় প্রতিদিন দীর্ঘসময় ধরে লোডশেডিং চলায় সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সংকট সৃষ্টি হয়েছে শুধু নয় পরীক্ষার্থীদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়। এই লোডশেডিং-এর প্রতিবাদে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে ১০ এপ্রিল এ ডি এম-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে লোডশেডিং বন্ধের দাবি করা হয়। এ ডি এম এই অবস্থাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও দুঃখজনক বলেন এবং সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন প্রতিশ্রুতি দেন। এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সুজিত কণ্ঠ নিয়োগী, ভবেশ দাস, জি সি দত্ত, মহেন্দ্র দে এবং সংগঠনের জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার এস ইউ সি আই জনার্দনডি লোকাল কমিটি এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের প্রবীণ কর্মী কমরেড ভজু বাউরী কিছুদিন রোগভোগের পর ২২ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে মেকাতলা (বাঁশবনী) মৌজায় পঞ্চ কোট রাজের বেনাম জমি দখলের আন্দোলনে কমরেড ভজু বাউরী অংশগ্রহণ করেন। কৃষক আন্দোলনের ধারা পথে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। অগণতান্ত্রিকভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার পর কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করা খাসজমি সিদ্ধার্থ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক পুনরায় কেড়ে নিয়ে জোতদারদের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টাকে রুখতে গিয়ে যে আন্দোলনে কমরেড রামযতন সিং ও কমরেড গুহিরাম বাউরী শহীদের মৃত্যুবরণ করেন সেই আন্দোলনে কমরেড ভজু বাউরী সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সংসারে তীব্র অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও পার্টির নীতি ও আদর্শ থেকে তাঁকে কেউ বিচ্যুত করতে পারেনি।

২৮ মার্চ জনার্দনডি গ্রামে প্রয়াত কমরেড ভজু বাউরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের লোকাল কমিটির প্রবীণ সংগঠক কমরেড রামপ্রসাদ রাউৎ। কমরেড ভজু বাউরীর সংগ্রামী জীবনের শিক্ষণীয় দিকগুলি তুলে ধরে আলোচনা করেন দলের জেলাসম্পাদক কমরেড কেনারাম মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুশধবজ মণ্ডল এবং কমরেড অনিল বাউরী।

কমরেড ভজু বাউরী লাল সেলাম

মা-বোনেদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেপুটেশন ও যুদ্ধবিরোধী মিছিল

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের খাকুড়দহ-জাঙ্গালিয়া অঞ্চলের মমরেজগড় গ্রামীণ স্বাস্থকেন্দ্রে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ২৮ মার্চ শতাধিক মহিলা মিছিল করে গিয়ে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে সর্বক্ষণের জন্য ডাক্তার ও নার্স রাখা, বেড চালু করে রোগী ভর্তির ব্যবস্থা, ডাইরিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা, ডেলিভারির ব্যবস্থা ও সমস্ত রকমের ওযুধ সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীদের মার্জিত আচরণের দাবি করা হয়। কমরেড শিপ্রা সরকারের নেতৃত্বে ১০ জনের এক প্রতিনিধিদল মেডিক্যাল অফিসারের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। ডেপুটেশন শেষে মহিলা জমায়েতে বক্তব্য রাখেন কমরেড মাধবী প্রামাণিক, চম্পা পিয়াদা, পুষ্প পাল প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ।

এরপর মা-বোনেরা ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল করে গোয়ালবেড়িয়া হাটে যান। সেখানে এক সভায় মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন কমরেড পুষ্প পাল।

পুরুলিয়ার ব্লকে ব্লকে কৃষক বিক্ষোভ

রাজ্যের সি পি এম ফ্রণ্ট সরকারের জনস্বার্থবিরোধী খাজনানীতি, বি পি এল তালিকায় কারচুপি, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি দলবাজী, বিদ্যুৎ - স্বাস্থ্য - শিক্ষার চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদে, বাঁধ ও ক্যানেল সংস্কার, খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও উপযুক্ত মজুরির দাবিতে পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া মফঃস্বল, আড়ষা, হুড়া, ঝালদা, জয়পুর, রঘুনাথপুর, কাশীপুর ও নেতুড়িয়া ব্লক অফিসগুলিতে এস ইউ সি আই এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে শত শত কৃষক ও খেতমজুর বিক্ষোভ ডেপুটেশনে অংশ নেন। এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনগুলিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ ভজহরি কুমার, রঙ্গলাল কুমার, কৃপাসিন্ধু গরাই, সাগর আচার্য, সুভাষ মণ্ডল, মিহির মাহাত, তপন রজক, সুফল কুমার, প্রবীর মাহাত, ভবানী বাউরী, কুশধবজ মণ্ডল, এস এস ঠাকুর প্রমুখ। ১৯ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এই আন্দোলনের কর্মসূচি পালিত হয়।

তেলের দাম কমায় পরিবহনের ভাড়া কমানোর দাবি

ভারতের বাজারে ডিজেলের মূল্যহ্রাসের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন —

“ডিজেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাত তুলে কয়েকদিন আগে যেভাবে অত্যধিক পরিবহন ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল, আমরা তার প্রতিবাদ করেছিলাম। সম্প্রতি ডিজেলের দাম কমানো হয়েছে। ফলে সরকারের কাছে বর্ধিত পরিবহন ভাড়া প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।”

বিদ্যুৎ পর্ষদকে বেসরকারি করতে চলেছে রাজ্য সরকার

রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪ মার্চ '০৩ ঘোষণা করেছেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যদি লোকসানে চলে তবে তিনি তা বেসরকারি হাতে তুলে দেবেন। বর্ধমানের নাদনঘাটে একটি সাবস্টেশন-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তিনি ঐ কথা বলেছেন। “তিনি জানান, গরিব মানুষের কথা ভেবে যদিও রাজ্য পর্ষদের বেসরকারীকরণ চায় না, কিন্তু লোকসান বেড়ে চললে এই সিদ্ধান্তে অনড় থাকা সম্ভবপর নয়। চাপ আসতেই থাকবে বেসরকারীকরণের জন্য” (আনন্দবাজার ২৫-৩-০৩)। লোকসান বাড়লে বেসরকারীকরণের জন্য কে বা কারা মন্ত্রীর উপর চাপ দেবেন তা তিনি উহ্য রেখেছেন। কিন্তু কোন বেসরকারি সংস্থার লাভের কড়ির পাকা ব্যবস্থা না হলে যে তা নেবে না এটুকু নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা নেই এবং মৃণালবাবুরা সে ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই ব্যবস্থা যে সর্বতোভাবে গরিব মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এটা তো মৃণালবাবুই পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, কেন এই প্রসঙ্গ মৃণালবাবু তুলেছেন এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের বর্তমান হালটাই বা কী? তাছাড়া রাজ্য সরকারের ভূমিকাই বা কতখানি গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী? রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের লোকসানের কথাটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে এবং সেই খুড়োর কল দেখিয়ে এখন বছরে একাধিক বার দাম বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দাম যতই বাড়ছে পর্ষদের লোকসানের পরিমাণও ততই বেড়ে চলেছে। '৯০ সালে একজন গৃহস্থের ১০০ ইউনিট বিদ্যুতের বিল হতো ৮২.০০ টাকা। বর্তমানে ২০০৩-০৪ সালের জন্য বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির যে প্রস্তাব বিদ্যুৎ পর্ষদ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে রেখেছে তা বাস্তবায়িত হলে গৃহস্থকে ১০০ ইউনিট বিদ্যুতের জন্য ৮০০.০০ টাকার কিছু বেশি দিতে হবে। তবুও নাকি লোকসান এড়ানো যাবে না। আর তার জন্যই নাকি বেসরকারীকরণ! বিগত কয়েক বছর রাজ্য সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ কিন্তু অন্য কথা বলছে। সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে 'বুদ্ধবাবু নিজে নাকি অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ সচিব অসীম বর্মন এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ করে অন্য রাজ্যের মতো আমাদের 'মৌ' স্বাক্ষর করতে হবে (বর্তমান ৯-৪-০১) কংগ্রেস প্রবর্তিত, বর্তমানে বিজেপি-তৃণমূল জোটের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত বেসরকারীকরণের 'মৌ'-এর সাথে বুদ্ধবাবুর 'মৌ'-এর কোন পার্থক্য আছে কি? বরং বলা চলে বেসরকারীকরণে পশ্চিমবঙ্গ অন্য রাজ্যকে পথ দেখাচ্ছে। শুধু বুদ্ধদেববাবুর বর্তমান সরকারই এই পথ নিচ্ছে তা নয়, অনেক আগেই সে ব্যবস্থা হয়েছে। '৯৯ সালে রাজ্যের বাজেট অধিবেশনে তদানীন্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেন নিজে একটি বেসরকারীকরণের তালিকা পেশ করেছিলেন। সেই বেসরকারীকরণের তালিকায় (১) গৌরীপুর থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট — এইটি বিড়লা টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ও আমেরিকার ইলেক্‌টেক্‌ কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে দেওয়া হয়েছে। (২) বক্রেশ্বর, যেটি নাকি রক্ত দিয়ে রাজ্য সরকার গড়বে বলে শপথ নিয়েছিল, বাস্তবে সেটি জাপানের ও.ই.সি.এফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। (৩) বলাগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র — ই.ই.এস.সি এবং সিমেন্স কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। (৪) সাগরদীঘি — এর ৭৪% অংশীদারিত্ব ডেভেলাপমেণ্ট কনসালটেটিভ লিঃ-এর হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

এছাড়া কোলাঘাট সহ সমস্ত থার্মাল পাওয়ার কেন্দ্রগুলি যা বিদ্যুৎ পর্ষদের বা সরকারি টাকায় গড়ে উঠেছিল তা ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত 'পাওয়ার ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশনে'র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ সহ সমস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি নিয়ে বেসরকারি 'হাইডেল কর্পোরেশন' হয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বহু দিন আগেই এঁরা গোয়েঙ্কা কোম্পানির সি ই এস সি'র হাতে তুলে দিয়েছেন। বাকি গ্রামাঞ্চল ছিল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের হাতে। সেই পর্ষদকে ভেঙে 'গ্রামীণ শক্তি উন্নয়ন নিগম' গড়ে তুলেছে রাজ্য সরকার। যার চেয়ারম্যান হলেন সি পি এম নেতা সুজন চক্রবর্তী — যা পরিষ্কারভাবেই বেসরকারীকরণ। এটা কারো মনগড়া কথা নয়। বিদ্যুৎ পর্ষদের শ্রমিক কর্মচারীদের সি আই টি ইউ ইউনিয়নের সভাপতি সুখময় পালের বক্তব্য হলো — “পর্ষদকে ধীরে ধীরে বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে”। (আনন্দবাজার ২১-১-২০০০)। রাজ্য বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কলকাতায় বিদ্যুৎ পর্ষদের সি আই টি ইউ ইউনিয়নের সম্মেলনে বলা হয়েছে, “যেভাবে সংস্থাটিকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তাতে রাজ্যের সর্ববৃহৎ এই রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থাটির অবলুপ্তিই একমাত্র নিয়তি”(ঐ)। শুধু সুখময়বাবুরা নয়, “বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষ কর্তারাও স্বীকার করেছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ৫২৫টি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত ৩০০টি গ্রামীণ শক্তি উন্নয়ন নিগমের হাতে চলে যাচ্ছে। আর এদের মাধ্যমে হাতঘুরে ধাপে ধাপে সরবরাহ কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হাতে চলে যাবে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে ডিলারশিপ নেটওয়ার্ক। যাঁরা লাভ থেকে শুরু করে কর্মী সংকোচন সব ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করবে। গত ২ নভেম্বর (৯৯) গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর উপস্থিতিতে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই মর্মে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। ঐ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, বিদ্যুৎ মন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমস্ত জেলার সভাধিপতি। ওই বৈঠকের ভিত্তিতেই ১৬ নভেম্বর '৯৯ বিদ্যুৎ পর্ষদের সচিব রাজীব দুবে একটি সার্কুলার জারি করেছেন” (সংবাদ প্রতিদিন ১৭-১-২০০০)। সংবাদে আরও প্রকাশ, “বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই মডেলের অনুকরণেই উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎ পর্ষদ ভাঙা হচ্ছে। সেখানেও পর্ষদ ভেঙে তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ নিগম, তাপ বিদ্যুৎ নিগম, শক্তিনিগম” (আনন্দবাজার ২২-১-২০০০)। সকলেই জানেন, উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের ঐ পদক্ষেপগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারীকরণ বলে চিহ্নিত করে সেরাজ্যে সিটু আন্দোলন করেছে এবং এ রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারি ২০০০ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ধর্মঘট পালন করেছে। অথচ তাদেরই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাস্তবে উত্তরপ্রদেশের পথপ্রদর্শক। তাহলে এ রাজ্যে বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণের আর কতটুকু বাকি আছে? বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন খোলাখুলি এ বিষয়ে বলেছেন — “আগামী কয়েক মাসে কী করে ওই লক্ষ্যে এগোনো যায়, একাধিক উপদেষ্টা সংস্থা সে ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।” (আনন্দবাজার ৩০-৮-২০০২)। তার ঠিক কয়েক মাসের মধ্যেই বিদ্যুৎমন্ত্রী পর্ষদকে বেসরকারীকরণের কথা বলেছেন — সম্ভবত এ বিষয়ে উপদেষ্টাদের পরামর্শ এসে গেছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী বর্ধমানের ঐ অনুষ্ঠানে (২৪-৩-০৩) লোকসানের কারণ হিসাবে বিদ্যুৎ চুরিকে চিহ্নিত করেছেন, এবং চুরি বন্ধে রাজ্য সরকার প্রণীত বিদ্যুৎ আইন ২০০১ সংশোধনীর কঠোরতা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বিদ্যুৎ চুরি ৫% বন্ধ করতে পারলে আর বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হবে না একথা বিদ্যুৎমন্ত্রীই বলেছিলেন (আনন্দবাজার ১৮-১-২০০২)। সেজন্য 'মিসা' এবং 'পোটার' মতো ঐ কালা আইনটি তাঁরা ২০০২-এর জুলাই থেকে এ রাজ্যে বলবৎ করেছেন। তার পরেও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ৬১% দামবৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন। তাহলে একথা অবশ্যই মনে করার কারণ আছে যে, জুলাই থেকে বিগত ৮ মাসে বিদ্যুৎমন্ত্রী ঘোষিত ৫% চুরিও বন্ধ করা যায়নি, তাই দাম বাড়াতে হচ্ছে। ৮ মাসে ৫% চুরি বন্ধ না করা গেলে বাকি ৯৫% চুরি বন্ধ করতে কত বছর লাগবে — এর জবাব তো মৃণালবাবুকেই দিতে হবে। আসলে চুরি বন্ধ করতে সরকার চায় না। তার প্রমাণ, বিদ্যুৎমন্ত্রীর জেলা বর্ধমানের মন্তেশ্বর-এর ঘটনা। ওখানে তিমির ঘোষ নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে হাইটেনশন লাইন থেকে হুকিং করে ১১ খানি ট্রান্সফরমার বসিয়ে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ বিক্রি করে নিজে ঐ এলাকায় বিদ্যুৎমন্ত্রী বলে বিখ্যাত হয়েছেন। স্থানীয় পর্ষদের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ নাগ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন — “কোথায় কোথায় বেআইনী ট্রান্সফর্মার বসিয়ে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে, পর্ষদের কোন্‌ কোন্‌ কর্মী একাজে জড়িত — সবই আমরা জানি। কিন্তু এরা এতটাই ক্ষমতাশালী যে, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না” (আনন্দবাজার ১৮-১-২০০২)। এদের ক্ষমতার জোর তো মৃণালবাবুরাই! চুরি ধরবে কে, পুলিশ? ১৯৯৯-এর ১৯ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়াকে এই রাজ্যের 'আদর্শ থানা' হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন স্বয়ং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (তদানীন্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী)। অথচ থানার গ্রন্থাগার, পার্ক, শরীর চর্চার আখড়া, অফিস ঘর — সবই আলোকিত হয় চুরির বিদ্যুতে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শঙ্কর সিংহ এটা স্বীকার করে নিয়েছেন (আনন্দবাজার ১৯-১-২০০২)। এটা কি পরিষ্কার নয় যে, চুরি বন্ধ করতে সরকারই চায় না? এটা দাম বাড়াবার অজুহাত হিসাবে তারা টিকিয়ে রাখতেই চায়; আর ঐ দুর্নীতিবাজদের কাছ থেকে অর্থ সহ নানা প্রকার সুযোগ নিতে চায়!

সরকার যদি যথার্থই লোকসান কমাতে চাইত তাহলে, পর্ষদের হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে থাকতো না। পর্ষদের একজন গ্রাহক আর পি গোয়েঙ্কা (সি ই এস সি)'র বর্তমানে বকেয়া প্রায় ৯০০ কোটি টাকা (বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে পেশ করা ১০-৩-০৩-এর পর্ষদ চেয়ারম্যানের তথ্য সহ বক্তব্য)। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বড়

ছয়ের পাতায় দেখুন

শতাধিক সি পি আই (এম) কর্মীর এস ইউ সি আই দলে যোগদান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানায় শতাধিক সি পি আই (এম) কর্মী-সমর্থক এস ইউ সি আই দলে যোগদান করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ দীর্ঘ ৪৫/৫০ বছর ধরে প্রথমে অবিভক্ত সি পি আই এবং পরে সি পি আই (এম) দল করে আসছিলেন। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে সি পি আই (এম)-এর গরিব মেহনতি মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং পুঁজিপতি-জোতদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এরই পাশাপাশি সি পি আই (এম) দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের দুর্নীতি, অন্যের সম্পদ ছলেবলে কৌশলে হাতিয়ে নেওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত এই সমস্ত বামপন্থী চেতনাসম্পন্ন মানুষদের খুবই মর্মাহত করে। অন্যদিকে এস ইউ সি আই দলের নেতা-কর্মীদের জীবন এবং আন্দোলনের মধ্যে তাঁরা বামপন্থার সংগ্রামী সুর খুঁজে পান। এস ইউ সি আই দলে যোগদানের প্রাক্কালে যে লিখিত বিবৃতি তারা দিয়েছেন, তাতে বলেছেন, “আমরা দেখতে পাচ্ছি, গরিব-মধ্যবিত্ত-মেহনতি মানুষের স্বার্থে গণআন্দোলনের পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে সি পি আই (এম)। অন্যদিকে সেই গণসংগ্রামের ঝাণ্ডা আজ প্রকৃত অর্থে বহন করছে এস ইউ সি আই। রাজ্যের অন্যত্র তো বটেই, আমাদের নামখানাতেও সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে তারা লড়াই করে যাচ্ছে। নেতাজী সুভাষ রোডের স্থায়ী মেরামতের দাবিতে, হাসপাতাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে, হাসপাতালে নানা বিভাগে ও বিভাগীয় ডাক্তার নিয়োগের দাবিতে, খেয়ানৌকার সংখ্যাবৃদ্ধি ও খেয়াঘাটের উন্নয়নের দাবিতে, বাসভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বি পি এল তালিকায় কারচুপির বিরুদ্ধে এই দলটির লাগাতার আন্দোলন আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।

তাই আমরা শতাধিক কর্মী সি পি আই (এম) ত্যাগ করে এই মুহূর্তে এস ইউ সি আই পার্টিতে যোগদান করলাম। ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি আমাদের ব্লকের দেবনগর, নারায়ণপুর সহ নানা এলাকায় সি পি আই (এম) এবং তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কর্মী-সমর্থকরা এস ইউ সি আইতে যোগদান করছেন; আমরা আনন্দিত। সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন — লড়াকু দল এস ইউ সি আইতে যোগ দিন, মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন।”

এই আবেদনে পত্রে স্বাক্ষর করেছেন —

মোসলেম খাঁ, আরজান বিবি, কাঞ্চন দাস, গণেশ চন্দ্র বেরা, নন্দিতা বেরা, শ্রীমন্ত মণ্ডল, সন্ধ্যা মণ্ডল, দুধালি হালদার, জবেদন বিবি, আনুয়ারা বিবি, শক্তি পাল, কল্পনা পাল, শম্ভু কঁড়া, অলকা কঁড়া, পরেশচন্দ্র জানা, বাসুদেব প্রধান, পঞ্চমী জানা, মহাদেব দেবনাথ, মাধব দেবনাথ, সরস্বতী প্রধান, দুঃখীরাম বর, হরিদাসী বর, সেখ সুলতান, আয়েসা বিবি, সেখ সেরাজুল, মুসিলিমা বিবি, সেখ সাজাহান, সেখ রহিম, শুশুমা বিবি, মল্লিকা দাস, দয়াল চন্দ্র দাস, শঙ্করী দাস, এব্রাহিম হালদার, জাহানারা বিবি, কার্ত্তিক কঁড়া, ভগবত কঁড়া এবং অন্যান্য।

ভারতীয় পার্লামেন্ট কি জনমতকে যথার্থই প্রতিফলিত করে ?

ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের কী অভিমত? এ বিষয়ে ইরাকের উপর আক্রমণ শুরু হওয়ার ১০ দিনের মাথায় ইংরাজি সাপ্তাহিক 'আউটলুক' পত্রিকা একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। ভারতের ৬টি প্রধান শহরে ১০ হাজার মানুষের সামনে ৬টি প্রশ্ন রেখে, তার জবাবের ভিত্তিতে সমীক্ষাটি করা হয়েছিল। পত্রিকার ৭ এপ্রিল সংখ্যায় সমীক্ষার নিম্নরূপ ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ আমেরিকার ইরাক আক্রমণ, আপনি কি সমর্থন করেন? 'হ্যাঁ' বলেছেন ১৪ শতাংশ মানুষ। 'না' বলেছেন ৮৬ শতাংশ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ ভারত ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের নিন্দা করেনি। আপনি কি ভারতের এই নীতি সমর্থন করেন। 'হ্যাঁ' বলেছেন ২৪ শতাংশ, 'না' বলেছেন ৬৫ শতাংশ মানুষ।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের নিন্দা করলে মার্কিন প্রশাসন ভারতের প্রতি রুষ্ট হতে পারতো। আপনি কি এই ধরনের ঝুঁকি নেওয়া সমর্থন করেন? 'হ্যাঁ' বলেছেন ৫৬ শতাংশ এবং 'না' বলেছেন ৩০ শতাংশ মানুষ।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ আপনারা কি প্রেসিডেণ্ট জর্জ বুশকে একজন যুদ্ধোন্মাদ বলে মনে করেন? 'হ্যাঁ' বলেছেন ৬৯ শতাংশ এবং 'না' বলেছেন ২৩ শতাংশ মানুষ।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ আমেরিকার ইরাক আক্রমণের পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়? তেলের কথা বলেছেন ৬১ শতাংশ, সন্ত্রাসবাদের কথা বলেছেন ১৪ শতাংশ, গণবিধ্বংসী অস্ত্র (WMD) ধ্বংস করার কথা বলেছেন ১৩ শতাংশ এবং আগামী মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের কথা বলেছেন ১২ শতাংশ।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ আপনি কি সাদ্দাম হুসেনকে ডিকটেটার বলে মনে করেন? 'হ্যাঁ' বলেছেন ৪৩ শতাংশ এবং 'না' বলেছেন ৪২ শতাংশ মানুষ।

এই জনমত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের ৮৬ শতাংশ মানুষ এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সমর্থন করেননি। শুধু তাই নয়, এই আগ্রাসনকে নিন্দা না করার যে নীতি ভারত সরকার নিয়েছে, তাকেও ৬৫ শতাংশ মানুষ সমর্থন করেননি। এরপরও ভারতের পার্লামেণ্ট এই আগ্রাসনকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেনি। হিন্দি ভাষায় লেখা প্রস্তাবে 'নিন্দা' শব্দটা ব্যবহার করা হল ভারতবাসীর যুদ্ধবিরোধী মনকে তুষ্ট করার জন্য, কিন্তু ইংরাজি ভাষায় লেখা প্রস্তাবে 'নিন্দা'র ইংরাজি প্রতিশব্দ 'কনডেম' (condemn) ব্যবহার না করে লেখা হল 'ডিপ্লোর' (deplore) যার অর্থ 'দুঃখজনক'। এভাবে দেশের মানুষের যুদ্ধবিরোধী মনকে তুষ্ট করার জন্য এক কথা, আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতি তোষামোদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য কথা বলার দ্বিচারিতা করল ভারতীয় পার্লামেণ্ট — যেখানে শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষই হাজির ছিলেন।

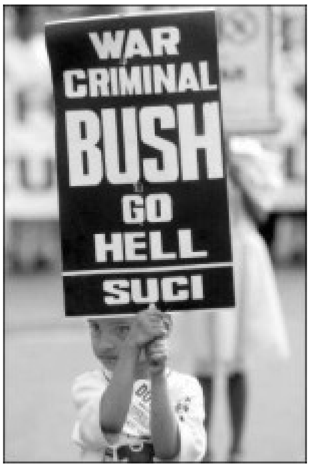

তাহলে, ভারতীয় পার্লামেণ্ট যাকে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বোচ্চ সংস্থা বলে ঢাক পেটানো হয় তা জনগণের মতামতকে প্রতিফলিত করল না। বস্তুত বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা আজ কোথাও জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেনা; তারা প্রতিনিধিত্ব করে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থের। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত ইরাকে পুনর্গঠনের কাজ পেতে, ও তার থেকে মুনাফা করতে লালায়িত। এবং সেটা মার্কিন শাসকদের তোষামোদ করেই পাওয়া সম্ভব জেনেই তারা মার্কিন শাসকদের নিন্দা করে অসন্তুষ্ট করতে চায়না। জনমত সমীক্ষায় প্রকাশিত যুদ্ধবিরোধী জনমত আরও প্রমাণ করল যে, এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলার জমি তৈরি ছিল। তবুও গড়ে তোলা গেলনা, সি পি আই (এম) নেতৃত্বের ভূমিকার জন্যই। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিকে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল আন্দোলনকে তীব্রতর ও কার্যকরী করার প্রয়োজনে পেপসি-কোকাকোলা সহ মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু তাঁরা সাড়া দেননি। তাঁদের দলের পলিটব্যুরোর বৈঠকের পর সংবাদপত্রে জানা গেল মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার কর্মসূচি সি পি আই (এম) নেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠীর মতই সি পি আই (এম) নেতৃত্বও আজ দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থের সেবা করছে, এমন বর্বর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ঘটনাতেও তারা মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারল না। সি পি আই (এম)-এর সৎ কর্মী-সমর্থকরা ভেবে দেখুন, নেতৃত্ব তাদের দলকে আজ কোথায় নামিয়েছে।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার শ্রীনারায়ণপুর-পূর্ণচন্দ্রপুর অঞ্চলের এস ইউ সি আই-এর পুরনো দিনের সংগঠক কমরেড সুকেশ পাত্র দূরারোগ্য লিভার ক্যান্সারে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ৮ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

১৯৬৬ সালে যৌবনের প্রারম্ভে তিনি এস ইউ সি আই দলের সান্নিধ্যে আসেন এবং দলের নেতৃত্বে নিজ অঞ্চল ছাড়াও পাশাপাশি অঞ্চলগুলিতে বাড়ধান প্রথা বাতিল, বেনাম জমি উদ্ধার, মজুরদের ন্যায্য মজুরি ও বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গণআন্দোলনের তীব্রতায় ক্ষিপ্ত জোতদার ও কংগ্রেস আশ্রিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা মামলা দায়ের, পুলিশ দিয়ে নির্যাতন ও সুদীর্ঘকাল জেলে আটক রাখে। তবুও তিনি একইভাবে যে কোন আন্দোলনে বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এই স্মরণসভায় দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ফণিভূষণ গুছাইত তাঁর বক্তব্যে বলেন, কমরেড সুকেশ ছিলেন দলের সাহসী, দৃঢ় সংগঠক। তিনি খুব বেশি আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ না করলেও দলের বিপ্লবী সংস্কৃতি অনুযায়ী আচরণ করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করতেন। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখে তিনি বলেন, কমরেড সুকেশের মৃত্যুর একদিন পূর্বে, রোগযন্ত্রণাকাতর মানুষটিকে 'গীতা' পড়ে শোনানোর জন্য আত্মীয়রা তাঁর স্ত্রীকে বলেন। অসহনীয় যন্ত্রণার মাঝেও কমরেড সুকেশ তাঁর স্ত্রীকে গীতা বাদ দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ও শরৎচন্দ্রের বই পড়ে শোনাতে বলেন। যৌবনের শুরু থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রয়াত কমরেড ছিলেন দলের সক্রিয় সৈনিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড বিভাস পাত্র। বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড পরমেশ্বর দাস।

কমরেড সুকেশ পাত্র লাল সেলাম

অপহৃতাকে উদ্ধারের দাবিতে পথ অবরোধ

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার সম্মতিনগর ফাদিলপুরের অপহৃতা তরুণী সাবিয়ারাকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে পুলিশের চূড়ান্ত অবহেলা দেখে সাবিয়ারার আত্মীয়-স্বজন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ডি ওয়াই ও জনগণকে সংগঠিত করে সাবিয়ারাকে উদ্ধারের দাবিতে ২ মার্চ ফাদিলপুর থেকে এক মিছিল সহকারে এসে সম্মতিনগর বাজারে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। দীর্ঘ ২ ঘণ্টা অবরোধ চলার পর রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি এক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অবরোধ ওঠাতে এসে সহস্রাধিক জনতার প্রতিরোধী মানসিকতার সামনে সাবিয়ারাকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। ওসির প্রতিশ্রুতি পেয়ে নেতারা অবরোধ তুলে নেন। এই বিক্ষোভ ও অবরোধে নেতৃত্ব দেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা নেত্রী কমরেড অনুরাধা মণ্ডল, ডি ওয়াই ও'র কমরেড ওয়াসেদ সেখ, এস ইউ সি আই জঙ্গীপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মীর্জা নাসিরউদ্দীন।

বাংলাদেশে শিক্ষা কনভেনশনে এ আই ডি এস ও-র যোগদান

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রণ্ট (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের ছাত্র সংগঠন) ২ এপ্রিল রাজধানী ঢাকা শহরের পল্টন ময়দানে এক জাতীয় শিক্ষা কনভেনশনের আয়োজন করে। এ আই ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এই কনভেনশনে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে যান। এই ঐতিহাসিক কনভেনশনে বাংলাদেশের ৫৬টি জেলার ২০০ কলেজ থেকে ৫০০০ এর বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অন্যান্য বামছাত্রসংগঠন প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন।

কমরেড দেবাশিস রায় তাঁর বক্তব্যে বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ ভারতবর্ষের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপদজনক প্রভাব ফেলছে তা বিশদ ব্যাখ্যা করে তুলে ধরেন এবং বলেন বাংলাদেশের শিক্ষাজগতেও একই আক্রমণ ঘটছে। ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ অত্যাচার ও হত্যার ঘটনার তিনি তীব্র ধিক্কার জানান।

প্রথম অধিবেশনের পর বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে এক বিশাল যুদ্ধবিরোধী মিছিল ঢাকার প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে।

জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ও যুদ্ধবিরোধী স্লোগানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য বাম রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। এই অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহবায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান। তিনি তাঁর যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ মনোগ্রাহী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেখান, বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যাগুলি যথা শিক্ষাবর্ষের সময় স্বল্পতা, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার বিপুল ফি বৃদ্ধি — এসবের প্রধান কারণ, শোষণ মূলক আর্থ সামাজিক কাঠামো।

অধিবেশনের শেষে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রণ্টের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে এ আই ডি এস ও'র প্রতিনিধিরা স্মারক, বইপত্র ও অন্যান্য উপহার তুলে দেন।

৩-৯ এপ্রিল সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রণ্টের উদ্যোগে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চট্টগ্রাম ও ফেনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ছাত্র সমাবেশ করে ভারতীয় ছাত্র প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন, সারা ভারত ডি এস ও-র কমরেডস দেবাশিস রায়, এম এন শ্রীরাম, জুবের রববানি, সাজহার খান, সঙ্গীতা মিশ্র। ৯ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সম্বর্ধনা সভায় এ আই ডি এস ও এবং এস এস এফ-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে এক আবেগপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের উষ্ণতায় মতবিনিময় হয় ও উভয়দেশে উন্নত নীতি ও সংস্কৃতির আধারে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন প্রতিনিধিরা।

‘সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়’

ইরাকে আগ্রাসন চালাতে ওরা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকানুন, লঙঘন করেছে, বিশ্বজনমতের তোয়াক্কা করেনি, রাষ্ট্রসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে এবং দুপায়ে মাড়িয়েছে প্রচলিত যাবতীয় রীতিনীতিকে। ওরা বিশ্বকে বোঝাতে চেয়েছে ওরা ইরাকি জনগণের ‘মুক্তিদাতা’ কিন্তু অতি যত্নে এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে এই ‘মুক্তির’ স্বরূপ বিশ্বের মানুষের কাছে প্রকাশিত না হয় এবং অন্যদিকে, আমেরিকার বলা গল্পই যেন মানুষ কেবল জানতে পারে।

তারা সবকিছুই আগে থেকে ছকে রেখেছিল। ২৫০০ জন সাংবাদিককে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রিপোর্ট করার অনুমতি দিয়েছিল। এদের মধ্যে ৫০০ জন ছিল সেনা দলের সাথী হয়ে এবং এরা ছিল সি এন এন, বি বি সি, ফকস্ প্রভৃতি মার্কিন-ব্রিটিশ টি ভি চ্যানেলগুলির সংবাদদাতা। পেন্টাগণ থেকে দেওয়া সরাসরি বিবৃতি ছাড়াও, কাতারে কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রাসাদোপম বিলাসবহুল একটি বিশেষ সংবাদ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল যেখান থেকে সামরিক যুদ্ধনায়করা বিবৃতি দিতেন এই শর্তে যে, যুদ্ধে মার্কিন সেনাদের হতাহতের খবর কিংবা যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু জানতে চাওয়া চলবে না। সামরিক আগ্রাসন সম্পর্কে জানার ঔৎসুক্যও দেখানো যাবে না। ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’, ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা’ নিয়ে যারা গলা ফাটায়, এভাবেই তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঠানো সংবাদের উপর ‘সেনসারশিপ’ বসিয়েছে। ফলে তাদের ‘অনুগত’ সংবাদমাধ্যমগুলিও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঠানো সাজানো সংবাদে দেখাতে থাকল শুধুমাত্র আগ্রাসী সেনাদের অগ্রগতি, ইরাকি সৈন্যদের নিস্তেজ আত্মসমর্পণ, ক্রমাগত ইরাকের পিছুহটা। এই বিবরণগুলিতে আগ্রাসীদের নামমাত্র ক্ষতি দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই ক্ষতিও ইরাকিদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে হয়নি, হয়েছে মার্কিন-ব্রিটিশ সেনাদের নিজেদের মধ্যে ভুল করে গোলাগুলি চালানোর জন্য, ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার জন্য।

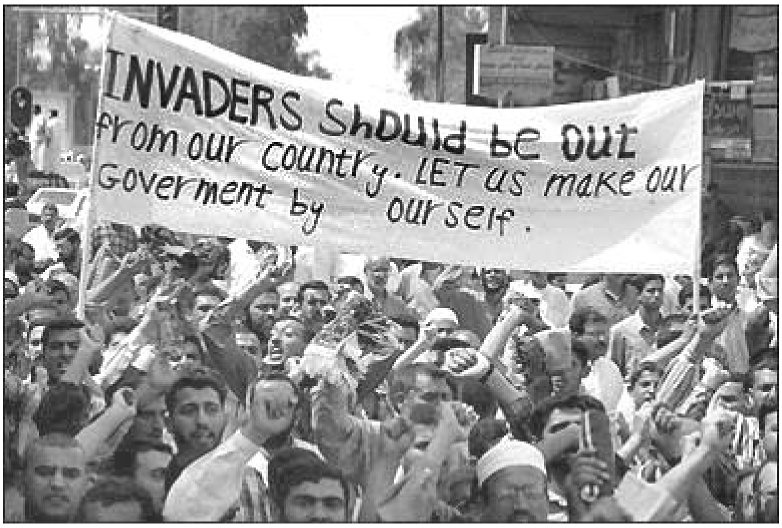

১৯ এপ্রিল ঃ বাগদাদে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ

মার্কিন কর্তাদের দুর্ভাগ্য যে, এত করেও সব সত্য গোপন করা যায়নি। আল জাজিরার মতো টি ভি চ্যানেলগুলি মার্কিন নৃশংসতার অসংখ্য ছবি তুলে ধরেছে। জনবসতি লক্ষ করে নির্বিচার বোমাবর্ষণের ফলে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু, পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মৃতদেহ, আহতদের আর্তনাদ এবং রক্তস্রোত, ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া শিশুদের ছবি, ধবংস হওয়া হাসপাতাল বিশ্বের মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করেছে এযুগের সবচেয়ে হিংস্র ফ্যাসিস্ট বাহিনী ইরাকিদের জন্য কোন্ মুক্তি নিয়ে আসছে।

এছাড়া, বানানো গল্পগুলিও একের পর এক ফাঁস হতে লাগল। মার্কিন প্রচার মাধ্যম ইরাকের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের হত্যার সংবাদ ঘোষণা করল। কিন্তু, পরের দিনই ‘মৃত’ মন্ত্রীকে ইরাকি টিভিতে দেখা গেল। সি এন এন মহাসমারোহে সাদ্দামের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করল। ঠিক এক ঘণ্টা পরেই সাদ্দামকে টি ভিতে দেখা গেল অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে গল্প করছেন। বহু ঘটা করে মন্ত্রীসভার বিদ্রোহের প্রচার করার একঘণ্টা পরেই ইরাকি টিভিতে তাঁদের হাসিমুখে দেখা গেল। ব্রিটিশ কমাণ্ডাররা একজন শীর্ষস্থানীয় ইরাকি জেনারেলকে বন্দী করেছে বলে ঘোষণা করল। পরের দিন সকালেই সেই জেনারেলকে আরবি চ্যানেলে দেখা গেল তাঁর গ্রেপ্তারির খবরে বিস্ময় প্রকাশ করছেন।

ফলে জোটবাহিনীর যত রাগ গিয়ে পড়ল এই সমস্ত অবাধ্য এবং বিপথগামী সাংবাদিকদের উপর। মার্কিন ট্যাঙ্কের নল ঘুরিয়ে দেওয়া হল সাংবাদিকদের অস্থায়ী ডেরা বাগদাদের প্যালেস্টাইন হোটেলের দিকে। ট্যাঙ্ক থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে গোলা ছোঁড়া হল হোটেলের ১৫ তলায় যেখানে সাংবাদিকরা ছিলেন। বর্বরতার বলি হলেন রয়টার্সের ক্যামেরা ম্যান তারাম প্রোটসুক, স্পেনের টেলিসিন্কো কোম্পানির হোসে কনসো। এছাড়া বসতি অঞ্চলে অবস্থিত আল জাজিরার অফিসটিকে নির্ভুল লক্ষ্যে আক্রমণ করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। মারা গেলেন জর্ডনীয় সাংবাদিক তারিক আয়ুব। আল জাজিরার পুরো নেটওয়ার্কটিকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়া হল।

এই হত্যাকাণ্ডের আগেই এন বি সি টি ভি তাদের সংবাদদাতা পিটার আরনেটকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি ইরাকি এক টিভি চ্যানেলকে একটি ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন এবং যেখানে বলেছিলেন ইরাকের উপর আক্রমণে হিসাবের ভুল করেছে আমেরিকা।’ এই সাক্ষাৎকার প্রচার হওয়ার পরই এন বি সি টি ভি অবশ্যই প্রশাসনের হুকুমে, পিটার আরনেটকে বরখাস্ত করে দেয়। বিস্মিত আরনেট বলেন, আমি ভাবতে পারিনি শুধু এটুকু বলার জন্য আমার চাকরি যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে ঠিক ঠিক সংবাদ পরিবেশন করবে এমন সংবাদমাধ্যমকে কাজ করতে দিতে আমেরিকা রাজি নয়। কারণ তাতে ‘আমেরিকা সমস্যায় পড়বে’।

এ প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর বিখ্যাত সাংবাদিক হ্যারিসন স্যালসবেরির নাম অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধাপরাধকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করে দেখিয়েছিলেন কিভাবে তারা ভিয়েতনামী নিরপরাধ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং সাধারণ মানুষকে ধবংস করতে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। এরজন্য আমেরিকান প্রশাসন তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে তীব্র নিন্দা করেছিল। স্যালসবেরি বলেছিলেন, “যুদ্ধকালে যাঁরাই দেওয়া দেশপ্রেমের আলখাল্লা গায়ে না চড়িয়েছে, তাঁদেরই অবস্থা হয়েছে আমার মতো।” আর এক আমেরিকান সাংবাদিক জন ম্যাকআর্থার বলেছিলেন, ভিয়েতনামে যুদ্ধে মার্কিন প্রশাসন এত মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে যে, কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সাংবাদিক মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মার্কিন দপ্তরের দেওয়া বিবৃতি কোনদিনই বিশ্বাস করবে না। মার্কিন প্রশাসনের এই সত্য গোপনের সংস্কৃতি প্যালেস্টাইন হোটেলে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ সম্পর্কে দেওয়া বিবৃতিতেও অটুট থেকেছে। মার্কিন প্রশাসন আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় ঘোষণা করল, হোটেল থেকেই বন্দুকবাজরা প্রথম মার্কিন বাহিনীর দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়েছিল এবং তার প্রতিশোধ নিতেই নাকি এই আক্রমণ। অথচ, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন অন্যরকম। ফরাসী চ্যানেল তিন-এর সাংবাদিক হার্ভ ডে পুত্তক বলেছেন, ‘ট্যাঙ্কের দিক লক্ষ্য করে আমি কোন গুলির শব্দই শুনিনি।’ স্প্যানিশ দৈনিক লা ভ্যানগার্ডিয়ার-এর সাংবাদিক টমাস অ্যালকভারো তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘আমেরিকার এই সমস্ত অপকর্ম কবে শেষ হবে’। আর, যদি কোন বন্দুকবাজ হোটেলে থেকেও থাকে তাহলেও কি সেই অজুহাতে সাংবাদিকরা যে হোটেলে আছেন তার ওপর এইভাবে আক্রমণ চালানো যায়? মিশরের এক সাপ্তাহিক আল-তাসবোর-এর চীফ এডিটর মুস্তাফা বাকরি বলেছেন, ‘এটি আরও জঘন্য মার্কিন আক্রমণের ভূমিকা। আসলে মার্কিন প্রশাসন এর দ্বারা বিদেশী সাংবাদিকদের আতঙ্কিত করে তুলতে চাইছে। যাতে তারা বাগদাদ ছেড়ে চলে যায়।’ সত্যকে হত্যা করার আর এক দৃষ্টান্ত। আর টি পি পর্তুগীজ টিভি’র দুই সাংবাদিক লুই কাস্ত্রো ও ভিক্টর সিলভা জোট বাহিনীর সাথে যুক্ত না হয়ে খবর সংগ্রহ করছিলেন। জোটবাহিনীর দেওয়া পরিচয়পত্রও তাদের ছিল। তবুও মার্কিন বাহিনী তাদের গ্রেপ্তার করে ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছে। তাঁদের কুয়েতে বহিষ্কার করার আগে মারধর করা হয়েছে, জল ও খাবার ছাড়াই চারদিন বন্দী করে রাখা হয়েছে। আরবীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক ইণ্টারভিউতে লুই কাস্ত্রো বলেন, ‘আমি দশটি যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করেছি, আফ্রিকায় তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছি, কিন্তু এমন জঘন্য ব্যবহার কোথাও পাইনি এবং শারীরিক নির্যাতনও কোথাও সহ্য করতে হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, সেনাবাহিনীর সাথী হয়ে ঘোরা সাংবাদিকদের পাশে সর্বদা সেনাকর্তারা থাকে। তারা কী লিখবে তা সেনা অফিসাররাই স্থির করে দেয়। এবং তাদের মধ্য দিয়েই সৈন্যবিভাগ বিশ্ববাসীকে তাদের বক্তব্য গেলায়। যখন আমাদের মতো স্বাধীন সাংবাদিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে আসে তখনই তাদের উপর এই আক্রমণ নেমে আসে। কারণ, আমরা যা লিখি তাতে সেনাবহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। (দি স্টেটস্ম্যান ৪-৪-০৩)

বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক গুন্টারগ্রাস লক্ষ্য করেছেন, আমেরিকা উত্তরোত্তর যুদ্ধাপরাধীর মতো আচরণ করছে। আমেরিকানরা এই যুদ্ধে জিতবে কিন্তু প্রকৃত ক্ষতি হবে আমেরিকারই। কারণ ইতিমধ্যেই আমেরিকা তার সুনাম বহুলাংশে হারিয়েছে।

আমেরিকায় আল-জাজিরা সহ আরবীয় টিভি চ্যানেলগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে আমেরিকার মানুষ দেখতে না পায় মার্কিন সৈন্যবাহিনী ইরাকে সাধারণ মানুষের ওপর কী পাশবিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে ও অন্যান্য কী দুষ্কর্ম করছে। এমনকি, বেশিরভাগ ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলিও আমেরিকার প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত চ্যানেলগুলির দ্বারা সরবরাহ করা সংবাদই ভারতীয়দের জন্য পরিবেশন করেছে। তারাও আসলে সত্য সংবাদ ভারতীয়দের জানতে দেয়নি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকেই গিলতে বাধ্য করেছে। ভারত সরকার যদি ইতিমধ্যে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়ার কাজে এগিয়ে যেত তাহলে ভারতের সমগ্র সংবাদমাধ্যমে আমরা ইরাক আগ্রাসনের যে সংবাদ পেতাম তা হত আমেরিকার তৈরি করা সংবাদেরই প্রতিলিপি — এ মন্তব্য করেছেন দি স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক। কথাটা পুরোপুরি সত্য।

সুতরাং মার্কিন দেশে গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কথায় যারা গদগদ হয়ে ওঠেন, মতলববাজ না হলে, তাদের এবার চোখ খোলা উচিত। এবারকার ইরাক আক্রমণের সংবাদ পরিবেশনা দেখিয়ে দিল, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ধবজাধারীরা একদিকে সন্ত্রাস, হুমকি ও ভয় দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং একই সঙ্গে পরোক্ষ সেন্সরশিপ, সেনাবাহিনীর ‘ছায়াসঙ্গী’ সাংবাদিকতা, কাটছাঁট করা সংবাদ প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে সত্য সংবাদকে মুছে দিতে চাইছে। কিন্তু গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের জাগ্রত বিবেক ফ্যাসিস্ট শাসকদের পথে বাধা তুলছে। নিউ ইয়র্ক শহরে হাজার হাজার শান্তিকামী মানুষ রাস্তায় শুয়ে পড়ে পথ অবরোধ করেছে এবং সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, ‘আমাদের সত্য জানতে দিতে হবে।’ এই ছবি আজ গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। সত্যকে কখনো দীর্ঘদিন চেপে রাখা যায় না। সত্যের জয় শেষপর্যন্ত হবেই।

অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলল নারী নির্যাতন বিরোধী নাগরিক কনভেনশন

ক্রমবর্ধমান হারে নারীনির্যাতন, নারী ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর খুন করার মত মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাক গত ১৭ এপ্রিল ভারতসভা হলে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন পরিচালনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী।

নারী নির্যাতনের উপর প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা কমিটির সভানেত্রী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। উত্থাপিত প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে বলা হয় — ....“শুধু ইজ্জতহানির ঘটনাই নয় সামান্য কারণ দেখিয়ে বা মিথ্যা অভিযোগ এনে মেয়েদের ওপর চরম নির্যাতন চলছে। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানায় এক মহিলাকে ব্যাভিচারিণী আখ্যা দিয়ে গ্রামের মাথাদের জড়ো করে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। তার হাঁটুতে পেরেক পুঁতে ক্ষত বিক্ষত করেছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়ে তার ভিতরে মোবিল ঢেলে দিয়েছে। মাথার চুল কেটে দিয়ে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় তাকে গ্রামের ভিতর ঘুরিয়েছে। মিথ্যা অভিযোগ এনে তার প্রতি এই অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। অতি সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর থানায় এক মহিলাকে অর্ধউলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ব্লেড দিয়ে গা চিরে দিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় আজও গ্রামের মোড়লরা মেয়েদের ডাইনি আখ্যা দিয়ে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে কোথাও কোথাও তাদের হত্যা করছে, এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে।” উল্লেখ্য যে, জলঙ্গির নির্যাতিতা খাজেমা বিবি ঐ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

ইরাকে ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভয়াবহ হত্যালীলার তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভানেত্রী কমরেড ইন্দ্রাণী হালদার।

নদীয়ায় ধানতলা, কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গা সহ রাজ্যের সর্বত্র নারী নির্যাতন-নারী ধর্ষণের সঙ্গে শাসক সি পি আই (এম) দলের কর্মীরা যেভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছে এবং ঐ দলের রাজ্য সম্পাদক ধর্ষিতা নারীর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করে অপরাধীদের কার্যত আড়াল করার যে চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাতে এই কনভেনশনের বিভিন্ন বক্তাগণ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ৯০ বৎসরের প্রবীণ ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জী বলেন, আমার যদি বন্দুক থাকত তবে এই নারী নির্যাতনকারীদের আমি গুলি করতাম, এই পৃথিবী থেকে ওদের সরিয়ে দিতাম। অথচ এরাই আজ আমাদের শাসন করছে। বিশিষ্ট জননেতা এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন কম, একথা বলে সি পি আই (এম) নারী নির্যাতনের ঘটনাকেই হালকা করে দেখাচ্ছে। কম কি বেশি সেটা বড় কথা নয় — কেন ঘটছে, বাড়ছে কেন, অপরাধীরা যথার্থই সাজা পাচ্ছে কিনা — এগুলি বিচার করাই প্রধান বিষয়। এমন বীভৎস ঘটনা ঘটছে — এটাই তো লজ্জার। এক অদ্ভুত সামাজিক কাঠামো আমাদের, যেখানে অত্যাচারিত নারীই সমাজে নিন্দিত হন। এই সামাজিক ধাঁচা পাল্টাতে হবে। কমরেড মুখার্জী বলেন, অত্যাচারিত নারীদের লজ্জা পাওয়ার কি আছে — লজ্জিত হবে অত্যাচারীরাই। কিছুদিন আগে চৌরঙ্গিতে গণআন্দোলনের মহিলা কর্মীদের পুলিশ যেভাবে বেআব্রু করেছে মানিক মুখার্জী তারও তীব্র নিন্দা করেন এবং মেয়েদের দলে দলে গণআন্দোলনের সেনানী হিসাবে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, এছাড়া নারীর প্রকৃত মর্যাদা রক্ষার আর কোন পথ নেই।

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারি প্রসঙ্গে কমরেড মুখার্জী বলেন, আমেরিকা ইরাকের অনেক কিছু দখল করেছে। কিন্তু পারেনি মানুষের মন দখল করতে। বশ্যতা স্বীকার ওরা করেনি। এ লড়াই দীর্ঘদিন চলবে। ইরাক যুদ্ধ শুধু পরাজয়ই হয়নি, যুদ্ধবিরোধী লড়াইয়ে অনেক বিজয়ের দিকও আছে। কনভেনশনের অপর বক্তা দেশবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষা অরুন্ধতী মুখার্জী বলেন, আলোচনা করতে করতে আমরা প্রতিবাদের ভাষা পাবো। দিল্লীতে পড়ার সময় আমরা গর্ব করে বলতাম পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তার কথা। কিন্তু আজ? মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় এর পেছনে কাজ করছে। প্রতিবাদ করলে একসময় মানুষ শ্রদ্ধা পেত। আর আজ, পাছে কোন সমস্যা হয় এই ভেবে গুটিয়ে যাই। এই কনভেনশন প্রতিবাদী শক্তি জাগাবে।

এছাড়াও কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী কেশোয়ার জাহাঁ, ডাঃ গোপা মুখার্জী, ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমল কর, রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যা অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহার, কবি সুস্মিতা ভট্টাচার্য এবং লিগ্যাল সার্ভিস সেণ্টারের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলী।

সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে এই সমস্যার প্রতিকারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য মহিলাদের আহবান জানান।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে দাবি করা হয় ঃ

১। দলের রং দেখে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে,

২। নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরকার ও প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে,

৩। ধানতলা, ঘোকসাডাঙা ও বান্দোয়ান সহ নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে
নাগরিক কনভেনশন
সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

মঞ্চে বসে (বাঁদিক থেকে) ছায়া মুখার্জী, মানিক মুখার্জী, সুশীল মুখার্জী, কিশোয়ার জাঁহা, ডাঃ গোপা মুখার্জী, অরুন্ধতী মুখার্জী। (পিছনে) সাধনা চৌধুরী, বিমল কর, ভবেশ গাঙ্গুলি, সুস্মিতা ভট্টাচার্য। (ডানদিকে) কনভেনশনে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর একাংশ

মালদায় নারী ধর্ষণের প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন—

“মালদার বামনগোলায় সি পি আই (এম) এর পঞ্চায়েত প্রধান কর্তৃক নারী ধর্ষণের বীভৎস ঘটনা পুনরায় দেখিয়ে দিচ্ছে আদর্শহীন ভোটসর্বস্ব রাজনীতি চর্চা করার ফলে সি পি আই (এম) দল আজ কী ধরনের চরিত্রহীন লোকদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা দাবি করছি —

১। অবিলম্বে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে,

২। পুলিশ-প্রশাসনকে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে অপরাধীদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

বিদ্যুৎ পর্ষদকে বেসরকারি করতে চলেছে

তিনের পাতার পর

বড় কলকারখানায় শত শত কোটি টাকা বকেয়া আদায় করা হচ্ছে না। বিদ্যুৎ পর্ষদ ঠুঁটো জগন্নাথ (সংবাদ প্রতিদিন ১৮-৯-২০০২)। পর্ষদকে ঠুঁটো করে রেখেছে কে? কেনই বা? তাহলে কি এ প্রশ্ন পরিষ্কার হচ্ছে না যে, আগে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত পাকা করে নিয়ে তার পরে চুরি-দুর্নীতি-অপচয়কে প্রশ্রয় দিয়ে সরকারি বেসরকারি ক্ষমতাধর গ্রাহকদের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া ফেলে রেখে আর্থিক দিক থেকে পর্ষদকে ‘দেউলিয়া’ প্রতিপন্ন করে বেসরকারীকরণটা রাজ্যবাসীর কাছে গ্রহণীয় করিয়ে নেওয়ার এটা একটা ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা? আর পর্ষদের যতটুকু সরকারি অংশ এখনো টিকে আছে তাও বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার আগে ‘ক্রস সাবসিডি’ নামক উদ্ভট কথার অজুহাতে গরিব মানুষের বিদ্যুতে প্রচুর দাম বাড়িয়ে বৃহৎ শিল্পপতিদের কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে যাওয়া?

সরকারি বই দেওয়ার দাবিতে ডেপুটেশন

শিক্ষাবর্ষের শুরুর দিনেই (২রা মে) সব ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যবই চাই — এই দাবিকে সামনে রেখে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ১০ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে অন্যান্য যে দাবিগুলি তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য — প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি, প্রাথমিকে পাশ-ফেল, সরকারি উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষা অবিলম্বে চালু করা; দ্বিতীয় শ্রেণীর অবাস্তব বহির্মূল্যায়ন বাতিল করা; মাস পয়লা বেতন; অবসরের দিনই পেনসন; ১৪% বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান; পঞ্চায়েত ভোটের টোপ নয়; ৩৫ হাজার শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ; নতুন ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। এই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে দলবাজি বন্ধ করে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা চালু করা এবং শিক্ষক সমাজের উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য বন্ধ করার দাবিও জানানো হয়।

শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দাবিগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কিছু আশ্বাস পাওয়া গেলেও মূল দাবিগুলি সম্পর্কে সমাধানের স্বীকৃতি না পাওয়ায় প্রতিনিধিদল ক্ষুব্ধ হন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কার্ত্তিক সাহা, অজিত হোড়, অনুকূল বর, তপতী মিত্র, দুলাল মণ্ডল প্রমুখ।

কর্মীদের আদর্শগত চেতনার উপযুক্ত মান অর্জনকে কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন

একের পাতার পর

এমনকি সর্বহারা বিপ্লবের অনুকূলে কাজ করেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবেই পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তা নিকৃষ্ট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, অহম ও উপদলীয় মানসিকতার জন্ম দেয়। কাজেই, কমিউনিস্ট চরিত্র ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য দলের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রভাব পুরোপুরি নিঃশেষ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, “মানবতাবাদ যেখানে শেষ সেখান থেকেই কমিউনিজমের শুরু” এবং “মানবতাবাদী মূল্যবোধের সমস্ত নির্যাস নিংড়ে নিয়ে, মানবতাবাদের অবলুপ্তির পথেই কমিউনিস্ট মূল্যবোধের জন্ম এবং বিকাশ।” (দ্রঃ স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ)। এই শিক্ষার ভিত্তিতেই তিনি দলের অভ্যন্তরে এই প্রশ্নে আদর্শগত সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি আরও দেখিয়েছেন — “যারা সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনাসর্তে ও হাসিমুখে সারেণ্ডার করতে পারে, সবসময় পার্টি এবং বিপ্লবের স্বার্থকে বড় বলে মনে করে .... সে-ই হচ্ছে সত্যিকারের কমিউনিস্ট — এইটেই ছিল এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সর্বোচ্চ মান ....কিন্তু আজকের এই নতুন পরিস্থিতিতে এটা আর সত্যিকারের উঁচুদরের কমিউনিস্টের মান বা স্তর থাকতে পারে না।” (দ্রঃ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব)

কমরেড শিবদাস ঘোষ উপলব্ধি করেছিলেন, সর্বহারাশ্রেণীর দলের উপর বুর্জোয়া মানবতাবাদের আক্রমণ আজ এত তীব্র যে, আজ একমাত্র তাঁরাই ভাল কমিউনিস্ট হিসাবে বিবেচিত হবেন যাঁরা দলের স্বার্থের কাছে তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থকে শুধু গৌণ করতে পেরেছেন নয়, দল এবং বিপ্লবের সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে পুরোপুরি বিলীন করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আর, যাঁরা এই সংগ্রামে এখনও সফল হতে পারেননি, কিন্তু দলের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে অন্তত গৌণ করতে পেরেছেন তাঁরা সাধারণ স্তরের কমিউনিস্ট হিসাবেই বিবেচিত হবেন।

সর্বহারা মূল্যবোধ ও মানবতাবাদী মূল্যবোধের, কমিউনিস্ট সংস্কৃতি ও কমিউনিস্ট চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন সম্পর্কে অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে প্রবল বিভ্রান্তি রয়েছে, সেই পটভূমিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন নয়। বস্তুত, এই শিক্ষাগুলির ভিত্তিতে দলের সদস্যদের সংস্কৃতি ও চরিত্র গঠনের সংগ্রামের মধ্যেই আমাদের দলের প্রকৃত শক্তি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিহিত। এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বনিয়াদের ওপর আমাদের দলের আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠেছে। এর ভিত্তিতেই একই যৌথ সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতাও গড়ে উঠেছে। দলের মধ্যে যৌথ জীবনযাপনের পদ্ধতি অনুসরণই হচ্ছে এই সংগ্রামে সফল হওয়ার গ্যারাণ্টি। দলগঠনের একেবারে গোড়া থেকেই এই সংগ্রামের ওপর কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই প্রক্রিয়াতেই “কন্স্ট্যাণ্ট কমন অ্যাসোসিয়েসন, কন্সট্যাণ্ট কমন ডিসকাশান, কন্স্ট্যাণ্ট কমন অ্যাকটিভিটি’ (প্রতিনিয়ত যৌথ জীবনযাপন, যৌথ আলোচনা ও যৌথ ক্রিয়া) আমাদের দলে রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যৌথ জীবনযাপনের এই পদ্ধতি দলের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠাই করা যেতনা, যদি না পার্টি সংক্রান্ত লেনিনীয় যে দুটি ধারণা কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে এক নতুন উন্নততর স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তার ওপর ভিত্তি করে এই সংগ্রাম গড়ে না উঠত। সর্বাধিক যত্ন ও গুরুত্ব দিয়ে দলের কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মান একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সাল থেকে নানা পর্যায়ে সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে তীব্র সমাজতান্ত্রিক আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার পরই কেবলমাত্র ১৯৪৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দল প্রতিষ্ঠা করেন।

আমাদের দলের সাংগঠনিক কাঠামো দেওয়ার আগে, এত দীর্ঘ সময় ও এত বেশি সতর্কতা তিনি নিয়েছিলেন কেন, যা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। আমি আগেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, পার্টি গঠনের তাঁর সামগ্রিক পদ্ধতিই প্রমাণ করে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবহমান ঘটনাগুলি তিনি কত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী সর্বহারাশ্রেণীর দলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের গুরুতর দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করতে এবং সেই সমস্ত ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে তিনি কখনই ভুল করেননি। এই কারণেই ১৯৪৮ সালে পার্টি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই “সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা” প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন — “বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বহু সফলতা ও গৌরবময় আত্মত্যাগকে যথাযথ গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও আমরা এর গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি ... বিশ্বসাম্যবাদী শিবিরের বর্তমান নেতৃত্ব বহুলাংশে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত।” তাঁর এই পর্যবেক্ষণ আকস্মিক কিছু নয়। পার্টিকে সমস্ত প্রশ্নে তত্ত্বগত দিক থেকে সমৃদ্ধ করা এবং দলের নেতা ও কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মান ক্রমাগত উন্নত করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ যে নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করেছেন তার তাৎপর্য, ১৯৪৮ সালের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের পটভূমিতে স্পষ্ট বোঝা যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, কমিউনিস্ট চেতনাকে ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর তীক্ষ্ণ করার ওপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেন তিনি এত গুরুত্ব দিয়েছেন। এটাই প্রমাণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষের অসাধারণ উপলব্ধি যে, ‘বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারেনা’ লেনিনের এই বিখ্যাত উক্তিতে “লেনিন ‘বিপ্লবী তত্ত্ব’ বলতে জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কোঅর্ডিনেট (সংযোজিত) করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমণ্ডলকেই (epistemological category) বুঝিয়েছেন।”

দলের আদর্শগত চেতনার মান ক্রমাগত উন্নত করার এই সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়েই তিনি একজন চিন্তানায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে এ ধরনের বহু অমূল্য অবদান রাখেন।

১৯৪৮ সালের এই প্রবন্ধেই দলের অভ্যন্তরে আদর্শগত চর্চার গুরুত্বকে খাটো করার বিপদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন — “এতদিন পর্যন্ত দেশে দেশে কমিউনিস্টরা মূলত একপেশে রুটিন সাংগঠনিক কাজের উপরই জোর দিয়েছে, আদর্শগত দিককে তার সাথে সংযোজিত করার কাজটিকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে।”

পার্টি জীবনের অভ্যন্তরে তত্ত্ব ও কর্মের সংযোজনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটি নিয়ে কমরেড ঘোষ বার বার আলোচনা করেছেন। “কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল” পুস্তিকায় তিনি বলেছেন — “বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে একটা সর্বব্যাপক আন্দোলন যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোকে ‘ইন্টিগ্রেট’ করে, অর্থাৎ সংযোজিত করে গড়ে ওঠে। এই ইন্টিগ্রেশনটি ঘটাতে পারলে তবেই সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। তা নাহলে হাজার লড়ালড়ির মধ্যেও শেষপর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতার অভ্যুত্থান এবং সংগ্রামের হাতিয়ার জনতার নিজস্ব বিপ্লবী সংগঠনগুলো গড়ে উঠতে পারে না।”

দলের মধ্যে প্রতিনিয়ত তত্ত্ব ও কর্মের সংযোজন ঘটানো এবং তা ক্রমাগত জীবন্ত রাখার কাজটা এতখানিই অপরিহার্য এবং তা করতে ব্যর্থ হলে শুধু যে বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত বিকাশই পিছিয়ে পড়ে তাই নয়, সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলনটাই মার খায়। কমরেড শিবদাস ঘোষের এটা একটা মৌলিক শিক্ষা।

তাই, ওই একই আলোচনায় তিনি বলেছিলেন — “গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার সংগ্রাম যেমন সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম, আবার একে চোখের মণির মতো রক্ষা করার সংগ্রামও তেমনি পার্টিকে সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের হাত থেকে রক্ষা করার সংগ্রাম।” পার্টি জীবনে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কী, তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন — “গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণকে যদি আমরা ‘অ্যানাটমির’ মতো কেটে ভাগ করি, তবে দুটো ভাগ পাব। একটা হচ্ছে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা, আর একটা হচ্ছে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা। এই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা পার্টির অভ্যন্তরে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে, শুধু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে ওয়ান প্রসেস্ অফ থিঙ্কিং, ইউনিফর্মিটি অফ্ থিঙ্কিং, ওয়ান্‌নেস ইন অ্যাপ্রোচ এবং সিঙ্গলনেস ইন পারপাস (সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা, সম-উদ্দেশ্যমুখিনতা) গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।”

একথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে, এই বিশেষ উপলব্ধি, যা মূল লেনিনীয় ধারণার সুনির্দিষ্ট প্রকাশই শুধু নয়, তার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধিকরণও, তা পার্টি গঠনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কমরেড ঘোষের মধ্যে গড়ে ওঠে। আরও সঠিকভাবে বললে, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের পূর্বোল্লেখিত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, গোড়া থেকেই পার্টি গঠনের যে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া তিনি অনুসরণ করেছিলেন, লেনিনীয় ধারণার এই উপলব্ধি উন্নততর সেই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ারই ফসল। এজন্যই তিনি দলের অভ্যন্তরে “জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে” আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার ওপর এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

আদর্শের উপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি আরও সামনে আসে তাঁর এই কথায় যে, কোন একটি দল এ ধরনের সর্বব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা “গড়ে তুলতে পারলেই পার্টির অভ্যন্তর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রোলেটারিয়ান গণতান্ত্রিক নীতি চালু হয়েছে বুঝতে হবে।”

এর পরের বাক্যেই তিনি যা বলেছেন, তাতে আরও পরিষ্কার যে, কেন কমরেড ঘোষ একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে সবকিছুর আগে আদর্শগত সংগ্রামকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

“এই আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, যা দলের মধ্যে কার্যকরীভাবে সর্বহারা গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করে তার ভিত্তিতে দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে উঠলেই তবে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের কাঠামোটি গড়ে উঠতে পারে। এই জন্যই লেনিন গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, সর্বহারা গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মিশ্রণের মধ্য দিয়েই একমাত্র গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি দলের অভ্যন্তরে চালু করা সম্ভব।”

কমরেড শিবদাস ঘোষ নিঃসন্দেহে খুব ভালভাবেই জানতেন যে, দলের অভ্যন্তরে যৌথজ্ঞানের জন্ম দেওয়া ও তার বিকাশ ঘটাবার সংগ্রামের গতিধারাতেই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা ও সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা, পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গড়ে উঠে। যদিও সাম্যবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়েছে যে, দলের আভ্যন্তরীণ আদর্শগত সংগ্রামকে শুধু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রশ্নেই নয়, জীবনের সকল দিককে ব্যাপ্ত করে সমস্ত প্রশ্নে — তীব্র থেকে তীব্রতর করার জন্য দলের অভ্যন্তরে বিরামহীন সংগ্রামকে শুধু নেতারা নন, সাধারণ কমিউনিস্ট কর্মীরাও যদি সর্বদা জীবন্ত না রাখেন, তবে দল আদর্শগতভাবে দুর্বল হবে ও যান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে।

এই বিপদের সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি বাস্তব, কারণ বর্তমান অবস্থায় জীবনের জটিলতা দ্রুত বাড়ছে, শ্রেণীসংগ্রাম আরও তীক্ষ্ণ ও তীব্র হচ্ছে এবং শোধনবাদ ও নিকৃষ্ট বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করছে। এজন্যই দলের অভ্যন্তরে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রকে ক্রমাগত সংহত করার বিষয়টিকে কমরেড শিবদাস ঘোষ সবকিছুর আগে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাই তিনি বলেছেন, “পার্টির অভ্যন্তরে সর্বহারা গণতন্ত্র চালু করার বাস্তব অবস্থা একমাত্র তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন পার্টি কর্মীদের চেতনার মান এমন একটা ন্যূনতম উচ্চস্তরে পৌঁছেছে, যে স্তরে পৌঁছলে সমস্ত কর্মীই, অন্তত বেশিরভাগ কর্মী তাদের চিন্তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম, অর্থাৎ মত বিনিময়ের (in the form of dialogue) মাধ্যমে তারা পার্টির অভ্যন্তরে তর্কবিতর্ক এবং আদর্শগত সংগ্রামে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। ... এটা সম্ভব হলেই একমাত্র নেতাদের সাথে পার্টি কর্মীদের তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রাম যথার্থই বাস্তবে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের রূপ নিতে পারে।”

গভীর যত্নে ও খুঁটিনাটি সকল দিকে নজর দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ কর্মীদের মানসিকতা গড়ে তুলেছিলেন ! স্টাডি সার্কেল পরিচালনা সম্পর্কে তাঁর কিছু কথা এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। “আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুক্তি বিনিময়ের দ্বারা, প্রশ্ন তোলার বিশেষ ধরনের দ্বারা এবং প্রশ্নের মধ্যে লুক্কায়িত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003
R. No 5268 / 60
গণদাবী
৫৫ বর্ষ / ৩৬ সংখ্যা

কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান

সাতের পাতার পর

সামনে নিয়ে এসে আলোচনার মানকে গতানুগতিক ও কেতাবী আলোচনার থেকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হবে। ছকে বাঁধা বা কেতাবী আলোচনার পদ্ধতি আমাদের দল শুরু থেকেই বর্জন করেছে। ... এখানে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পদ্ধতি অকার্যকরী। অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্ন থাকে, যার খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনার দরকার এবং তার সব বিষয় কখনই একটা বক্তৃতা ধরনের আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হতে পারে না। ফলে, কমরেডদের খোলা মনে তর্ক-বিতর্ক করতে দাও। এই ধরনের আলোচনা পরিচালনা করা কঠিন। একজন কমরেডের বলার মাঝেই অন্য একজন কমরেড বলতে শুরু করে দিতে পারে। তাই এইসব তর্ক-বিতর্ক পরিচালনার জন্য এই ধরনের স্টাডি সার্কেলে নেতৃত্বের তরফ থেকে কাউকে উপস্থিত থাকতে হবে। ....একজন মানুষকে বলবার ক্ষমতা শেখাতে হয়, তাকে তা আয়ত্ত করতে হয়। যারা কোনদিন বলতে শুরু করে না, তারা কোনওদিন শেখে না। ভুল হবে মনে করে যে বলতে ভয় পায়না, এবং সততার সাথে আগ্রহ নিয়ে শুরু করে, সেই একদিন বলার ভাষা খুঁজে পায়; শেখে কীভাবে নিজের বক্তব্য রাখতে হয়, সূক্ষ্ম জটিল প্রশ্ন তুলে ধরতে হয়, কোন্ বিষয়কে কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়, যুক্তি তর্ক করতে হয়। এবং এই প্রক্রিয়াতেই সে একদিন বিতর্কমূলক আলোচনাও সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে; হাজারো এলোমেলো প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যহীন আলোচনার মধ্যেও আলোচনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে। ... সেজন্যই কর্মীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককে গাইড করতে হবে। কিন্তু তাকে নিরুৎসাহিত করা চলবে না। যুক্তি তর্ক করতে করতেই বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গি উন্নত হবে। চিন্তা করার ক্ষমতাও উন্নত হবে। ... একটা কমপ্যাক্ট আইডিয়া, কোন বিষয় সম্পর্কে দলের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য উপর থেকে আগেই দিয়ে দিলে হয় কি — একটা যান্ত্রিক মন গড়ে ওঠে; নেতৃত্বকে অন্ধভাবে মানতে না চাইলেও কোন কর্মীর মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন চিন্তা যেটা তর্কাতর্কি করে, লড়ালড়ি করে সে গ্রহণ করল না, খানিকটা তার শক্তিশালী যুক্তিতে মুহ্যমান হয়ে গ্রহণ করল, তার ফলে তার সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা মার খায় এবং তাকে যখন স্বাধীনভাবে নিজ হাতে কাজ করতে হয়, অথবা নতুন কোন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হয়, তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে সে ভুল করে বসে এবং বিচারের ক্ষেত্রে তার ভুল হয়।” (সর্বহারা বিপ্লবী দল ও কর্মীদের ভূমিকার কয়েকটি দিক, পৃ ১১-১৪)

একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, তাঁর এই আলোচনাটা কীভাবে স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করতে হবে, শুধু সেটাই ছিল না। পার্টিকর্মীদের কিরকম বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সাথে গড়ে তুলতে হবে সেই শিক্ষা তিনি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে পার্টি নেতাদের দিতে চেয়েছেন। সমগ্র পার্টির আদর্শগত চেতনার মান উন্নত করার দ্বারা কিভাবে পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে সর্বহারা গণতন্ত্র রক্ষা করা যায়, সে দিকটাও ছিল এর আর একটা শিক্ষা। কর্মীদের আদর্শগত চেতনার উপযুক্ত মান অর্জনকে কমরেড শিবদাস ঘোষ অসামান্য গুরুত্ব দিতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, “বস্তুত দলের সাধারণ কর্মীদের বিপ্লবী চেতনাকে বজায় রাখা, তাদের আদর্শগত চেতনার মানকে ক্রমাগত উন্নত করে যাওয়া এবং কমিউনিস্ট হিসাবে তাদের সচেতন ভূমিকা সক্রিয়ভাবে পালন করার ক্ষমতা অর্জনই হচ্ছে, চূড়ান্ত বিচারে আদর্শগত ত্রুটিবিচ্যুতি এবং বিপথগামিতার বিরুদ্ধে দলকে রক্ষা করার প্রকৃত গ্যারান্টি। সমস্ত স্তরের পার্টিকর্মীদের আদর্শগত চেতনাকে বিকশিত ও উন্নত করার জন্য নেতৃত্বের তরফে অবশ্যকরণীয় হল প্রতিটি বিষয়কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আধারে বিচারবিশ্লেষণ করে গ্রহণ করার মানসিকতাকে কর্মীদের মনে গেঁথে দেওয়া, সমস্ত রকমের অন্ধতা তথা পার্টির প্রতি অন্ধতাকেও বর্জন করার শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা ... এবং তাদের মধ্যে এহেন মানসিকতার জন্ম দেওয়া যাতে পার্টি নেতৃত্বের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরও নেতৃত্ব তা সংশোধন করতে অস্বীকার করলে তারা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।”

কমরেড শিবদাস ঘোষের এই সমস্ত উপলব্ধি ও ধারণাগুলি পার্টির গত ৫৫ বছরের সংগ্রামে পরীক্ষিত হয়েছে, যার পথ বেয়েই আমাদের পার্টি একটি ছোট গোষ্ঠী থেকে বর্তমানে ভারতের ২০টি রাজ্যে যেখানে পার্টির কাজ বিস্তৃত হয়েছে, সেই জায়গায় পৌঁছেছে। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য পার্টি বর্তমানে বিদেশের বিপ্লবী শক্তিগুলির কাছেও পরিচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আরও বিস্তার ঘটানো, পার্টির আভ্যন্তরীণ আদর্শগত সংগ্রামকে ক্রমাগত আরও তীব্র করা, পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণকে সংহত করা, এবং পার্টিতে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও বিস্তৃত চর্চা সুনিশ্চিত করা। একমাত্র এই পরিবেশেই সমস্ত কর্মীদের সকল গুণাবলী ও ক্ষমতার স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটতে পারে এবং তারা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

পার্টির অভ্যন্তরে আদর্শগত এই সংগ্রামের ধারাকে জীবন্ত রাখা এবং এই সংগ্রামে যে কোন ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে পারার কর্মীদের সচেতন প্রয়াসই একমাত্র এই পরিবেশকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

এটাই হোক পার্টির ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের শপথ।

দুনিয়ার সভ্য মানুষ কোনদিন আমেরিকান শাসকদের ক্ষমা করবে না

একের পাতার পর

নিদর্শনগুলিকে প্যারিসের বাজারে উপস্থিত হতে দেখে সন্দেহের তীর বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। প্রশ্ন ওঠে, ইরাকি দুষ্কৃতীদের পক্ষে লুঠপাটের ক্ষেত্র হিসাবে সেদেশের জাতীয় সংগ্রহশালাটিকে বেছে নেওয়া কি আদৌ সম্ভব ? কোনও দেশে অরাজক অবস্থা দেখা দিলে অসংগঠিত দুর্বৃত্তরা সাধারণত খাদ্য বা টাকা-পয়সার লোভে লুঠপাট চালাতে গিয়ে দোকান-বাজার বা খুব বেশি হলে ব্যাংক আক্রমণ করে ; সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মূল্য তাদের জানার কথা নয়। তাছাড়া, ঐ সব দুর্মূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ যদি অসংগঠিত লুঠেরারাই লুঠ করে থাকে, তাহলে কী উপায়েই বা সেগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের বেড়া ডিঙিয়ে সুদূর প্যারিসের বাজারে সমঝদার ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারল ?

বস্তুতপক্ষে, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন শুরু হওয়ার আগে থেকেই কিছু মার্কিন ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ সন্দেহ করেছিলেন যে, ইরাকের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে ঘিরে ‘আমেরিকান কাউন্সিল ফর কালচারাল পলিসি’ বা এ সি সি পি নামক প্রত্নবস্তু সংগ্রহকারী ও ব্যবসায়ীদের একটি সংস্থা গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। ২০০১ সালে গঠিত হওয়ার সময় থেকে এই এ সি সি পি’র প্রভাবশালী ব্যবসায়ী-সদস্যরা ইরাকের প্রত্নতত্ত্বের রপ্তানির ওপর যে সব বিধিনিষেধ ছিল, সেগুলি শিথিল করার চেষ্টা করে আসছিল ; এমনকি বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমদানি করা যাতে আরও সহজ হয়, সেজন্য এরা মার্কিন সরকারের ওপরেও চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। ইরাক-হানা শুরু হওয়ার আগে যখন এ সি সি পি’র সদস্যরা মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের অফিসারদের কাছে ইরাকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি রক্ষা করার কাজে অংশ নেবার আর্জি পেশ করে, তখনই সেদেশের প্রখ্যাত কয়েকজন ইতিহাসবিদের মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, যুদ্ধ ও নৈরাজ্যের সুযোগ নিয়ে এই এ সি সি পি’র সদস্যরাই হয়তো মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদগুলিকে বাজারের পণ্যে পরিণত করবে।

আগ্রাসন পরবর্তী ইরাকে জাতীয় সংগ্রহালয়টির ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে এবং লুণ্ঠনের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাংস্কৃতিক শাখা ইউনেস্কো’র পক্ষ থেকে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট শিল্প-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ইতিহাসবিদদের যে দলটিকে সেখানে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের বক্তব্যেও ধ্বনিত হচ্ছে সেই একই আশংকার কথা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাগদাদের এই প্রখ্যাত সংগ্রহশালাটিতে কোনও অসংগঠিত লুঠপাট নয়, সংগঠিত ও সুপরিকল্পিত ডাকাতি চালানো হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এখানকার মহামূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের পুরাকীর্তি ব্যবসায়ীদের কব্জায় চলে গেছে। এই বিশেষজ্ঞ দলের অন্যতম সদস্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকগুয়ের গিবসন লুণ্ঠিত সংগ্রহশালাটিতে সরেজমিনে তদন্ত চালিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, এখানকার অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অত্যন্ত নিখুঁত পূর্বপরিকল্পনা মাফিক অমূল্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি চুরি করা হয়েছে। গিবসন আরো বলেছেন যে, তিনি প্রায় স্থিরনিশ্চিত যে ইরাকের বাইরে কোথাও এই সংগ্রহশালাটিকে লুণ্ঠন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই দুষ্কৃতীরা ভল্টের চাবি পর্যন্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় ; ফলে নিরাপদ ভল্টে রেখে দেওয়া মানবসভ্যতার মহামূল্যবান সম্পদগুলিও এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেকেই ইরাক আক্রমণ শুরু হওয়ার অনেক আগেই মার্কিন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে যুদ্ধের আঁচ এই পৃথিবীবিখ্যাত সংগ্রহশালাটির গায়ে না লাগে। মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সাংস্কৃতিক শাখা ইউনেস্কো ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগেই এই সংগ্রহালয়টির খুঁটিনাটি বিবরণ পাঠিয়ে এটিকে রক্ষা করবার আর্জি জানিয়েছিল মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে। স্বয়ং অধ্যাপক গিবসন পেন্টাগনের অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে সম্ভাব্য লুঠপাটের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাদের। সেসময় পেন্টাগনের কর্তারা তাঁকে আশ্বাস দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা উল্টোটাই করেছে। ইরাকের তেলের খনিগুলি রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করলেও মানবসভ্যতার এই অমূল্য সম্পদগুলিকে রক্ষা করবার কণামাত্র চেষ্টাও করেনি মার্কিন সেনাবাহিনী। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নির্বিবাদে লুঠপাট চালাতে তারা সাহায্য করেছে লুঠেরাদের। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মার্টিন সুলিভান ও তাঁর দুই সহকর্মী রিচার্ড এস লেনিয়ার এবং গ্যারি ভিকান পদত্যাগ করেছেন।

হানাদার মার্কিন প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, সাদ্দাম হুসেনের শাসন থেকে ইরাকিদের ‘মুক্তি’ দেওয়াই নাকি তাদের ইরাক আক্রমণের লক্ষ্য। সেই কাজ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন বাহিনী নারী-শিশু সহ অগণিত সাধারণ ইরাকি মানুষকে হত্যা করে শুধু যে মানবতার যাবতীয় নীতিকে পায়ে দলেছে তাই নয়, মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের অমূল্য নিদর্শনগুলিকে লুঠ করে তারা মানবসভ্যতারই চূড়ান্ত অপমান করেছে ; সাথে সাথে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে সুসভ্য জাতি হিসাবে ইরাকিদের স্বাজাত্যবোধ। সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী এই সম্পদগুলিকে বাজারের পণ্যে পরিণত করার এই বর্বরোচিত প্রয়াসে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে শুধু যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থগৃধ্নু রূপটিই আরও একবার ধরা পড়লো তাই নয়, একই সঙ্গে তার মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী চরিত্রটিও উদ্‌ঘাটিত হল। এজন্য ইরাকের জনগণ, আরব অঞ্চলের জনগণ তথা সমগ্র বিশ্বের জনগণ কোনদিন আমেরিকার শাসকদের ক্ষমা করবে না।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধ ও শান্তি, রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে প্রাভদা পত্রিকাকে ১৯৫১ সালে দেওয়া

মহান স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩(২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net